ডেমরা শিক্ষা থানা এলাকা

প্রধান শিক্ষক ছাড়াই ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ডেমরা প্রতিনিধি

প্রধান শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাজ স্থবির হওয়ার পাশাপাশি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় পাঠদান। ভেঙে পড়ে বিদ্যালয়ের সার্বিক নিয়ম-শৃঙ্খলা। রাজধানীর ডেমরা শিক্ষা থানা এলাকায় অনেক বিদ্যালয়ে এমন অবস্থা চলছে কয়েক বছর ধরে। এখানকার ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টিতে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সহকারী শিক্ষকের নেতৃত্বে চলছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রম।

বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অনেকেই একমত প্রকাশ করে জানান, বিদ্যালয়ে অভিভাবক না থাকলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই অনিয়ম-দুর্নীতি বাসা বাঁধে। লেখাপড়ায় ফাঁকিতে পড়ে শিক্ষার্থীরা। এদিকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেয়া সহকারী শিক্ষকদের অনেকেই অভিযোগ করেন, অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে এখন তারা বিপাকে রয়েছেন, কেননা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করলেও এর জন্য তারা ভাতা পাচ্ছেন না। আবার চাকরি নিয়ে ঝামেলা পোহানোর শঙ্কায় এ নিয়ে মুখও তারা খুলতে পারছেন না। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের স্বার্থেই দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানান এসব শিক্ষক।

ডেমরা থানা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টিও থেমে আছে। আর প্রায় আড়াই বছর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদকে সেকেন্ড ক্লাস (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) ঘোষণা দেয়া হয়। এ ঘোষণার পরও প্রধান শিক্ষকদের বেতনভাতা সেকেন্ড ক্লাসের নিচের স্কেলেই দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ দিলেও বেতন স্কেল

ভেঙে পড়েছে পাঠদান ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিপাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা

দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি

জটিলতায় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে না। তবে যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সমাধান দেবে বলে জানান ডেমরা থানা শিক্ষা অফিসার মোছা. সেলিমা খাতুন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, মূলত প্রশাসনিক জটিলতার কারণেই ডেমরা শিক্ষা থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। আর প্রধান শিক্ষকদের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ায় ওই পদে নিয়োগের ক্ষমতা পিএসসির কাছে চলে গেছে। এর আগে এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পিএসসি ৮ হাজারের কম বেতন স্কেলের কোনো কর্মকর্তার নিয়োগ দেয় না। এদিকে প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ হাজার ৪শ' টাকা।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, ডেমরা শিক্ষা থানায় ডেমরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডগাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধীৎপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মানিকনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাতুয়াইল দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাজলারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্রহ্মণচির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধার্মিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ, কুতুবখালী দাগুখান ও ত্রিমোহনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক নেই।

এ বিষয়ে ডেমরা থানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এমএ ছিদ্দিক মিয়া যুগান্তরকে বলেন, ওই ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক দিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ চলছে। ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সৃষ্টি হচ্ছে নানা জটিলতা। তার মতে, সহকারী শিক্ষক দিয়ে কখনও মানসম্মত পাঠদান সম্ভব নয়। এতে নানা জটিলতা লেগেই থাকে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা কয়েক সহকারী শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, এমনিতেই সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য, তার ওপর তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটছে।